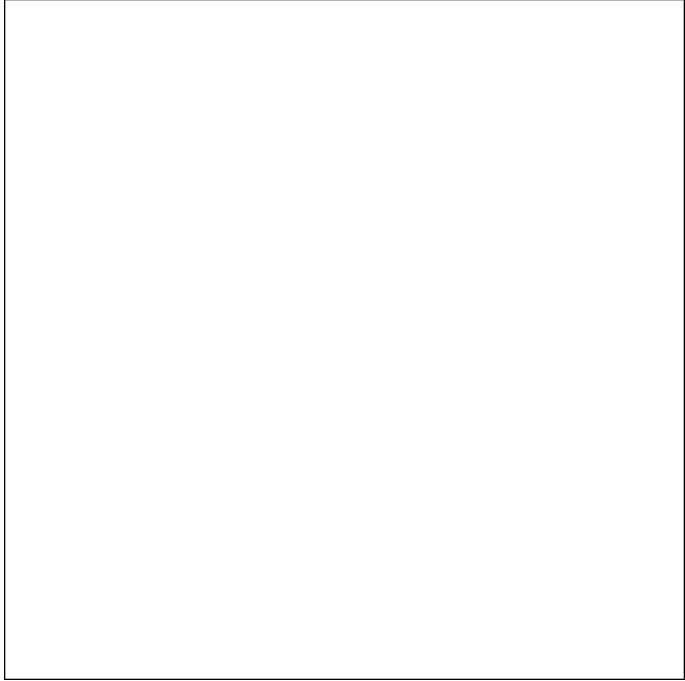


ଏକଜନ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷାମ୍ବି



✎ Aranya
☑ Sunniva Høiby-Øiset
☑ Tahmina Akter
|| 5
🗨️ ବାକ୍ସ



LIDA Stories

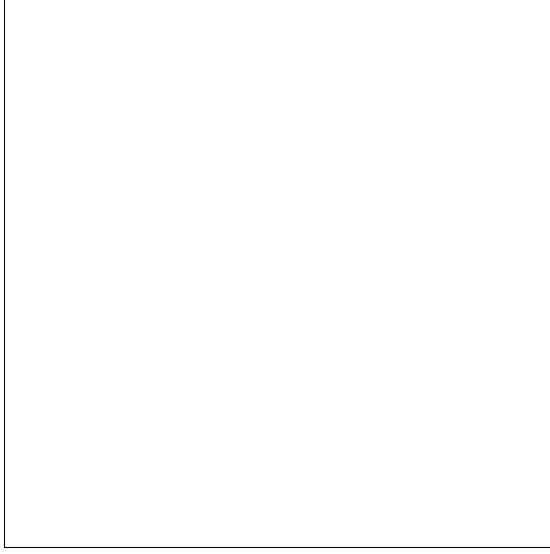
lidastories.net

ଏକଜନ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷାମ୍ବି

✎ Aranya
☑ Sunniva Høiby-Øiset
☑ Tahmina Akter

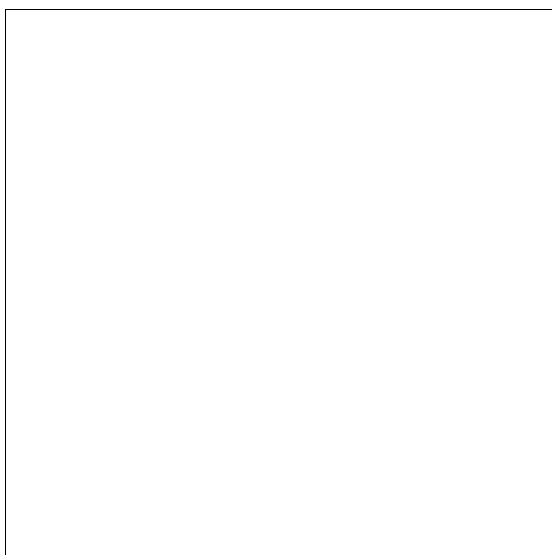


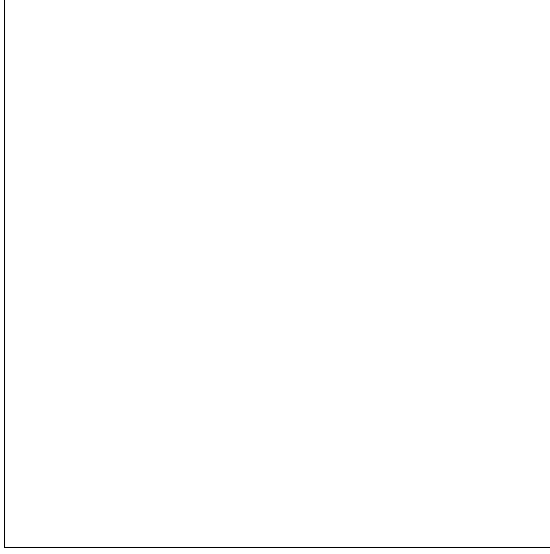
This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



আমি ভেবেছিলাম নরওয়েজিয়ান পুরুষরা বিশ্বের
সেরা পুরুষ, কিন্তু এটি সত্য নয়! আমার স্বামীর সাথে
আমার পরিচয় হওয়ার আগে আমি ব্যাংককের
একটি কারখানায় কাজ করতাম এবং সে পাতায়
থাকত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের পরিচয় এবং
শেষ পর্যন্ত আমরা দম্পতিতে পরিণত হয়েছিলাম।

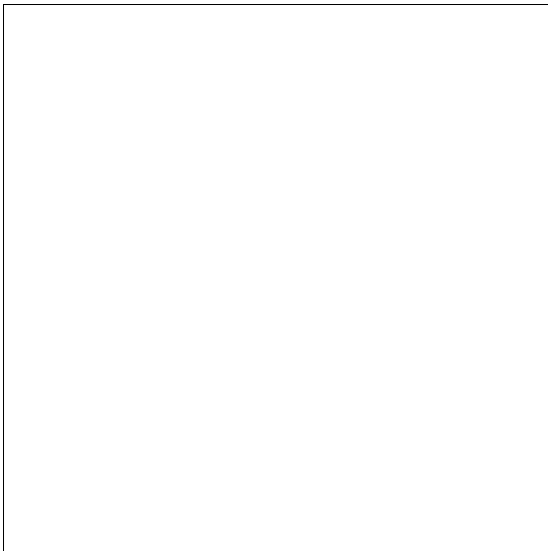
। ଯାକ ଗାୟାତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି
 ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି
 ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି
 ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି ଧ୍ୟାନାଦି



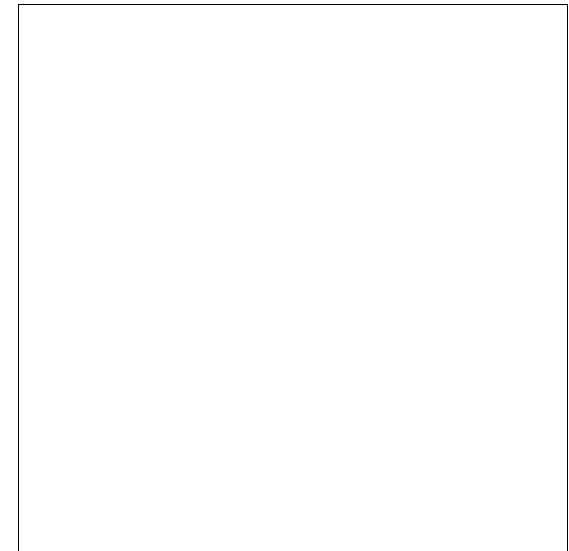


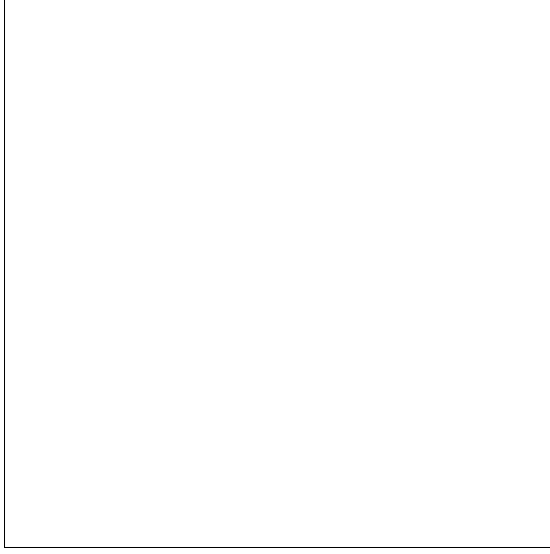
আমরা নরওয়েতে চলে যাই এবং আমি
নরওয়েজিয়ান শেখার জন্য স্কুলে যেতে শুরু করি।
এটা একটা কঠিন সময় ছিল। আমার ড্রাইভিং
লাইসেন্স ছিল না এবং আমার স্বামীকে আমায় স্কুলে
নিয়ে যেতে হত, আমার জন্য অপেক্ষা করতে হত
এবং আমাকে নিয়ে বাসায় ফিরতে হত। যেতে এক
ঘণ্টা আর আসতে এক ঘণ্টা সময় লাগত। কিছুদিন
পরে আমরা স্কুলের আরও কাছাকাছি চলে গেলাম,
কিন্তু সে এখনও আমাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য
জোর দিয়েছিল। সে চাইত না আমি একা হাঁটি।

।। ୮ କ ଲମ ଲ ଲାବ କୌଣସି ଲଜ ଧାୟା
 ଭାବ ଧୂଳିକାତସଞ୍ଜାପି ।। ୮୫୧ ଭ୍ରାମ ଧୂଳି ଧାୟା
 ଛିକ୍ତି 'ହାବ ଚରକ ଯାହା ଲୋ ଧୂଳିକାବ କାୟାଭାବ ଧୂଳି
 ଧୂଳି ଧାୟା । ଯାହା ଧୂଳି କାବ ଧୂଳିକାବ ଧୂଳି
 ଧୂଳି ହାବ '୮ ଲ ଲାବ କାବ ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା
 ଧୂଳି ଧୂଳି '୮ ଲ ଲାବ କାବ ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା
 କାୟାଭାବ ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି କାବ ।। ୮ ଲ ଲାବ କାବ
 ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା କାବ ଧୂଳି ଧାୟା ଧାୟା

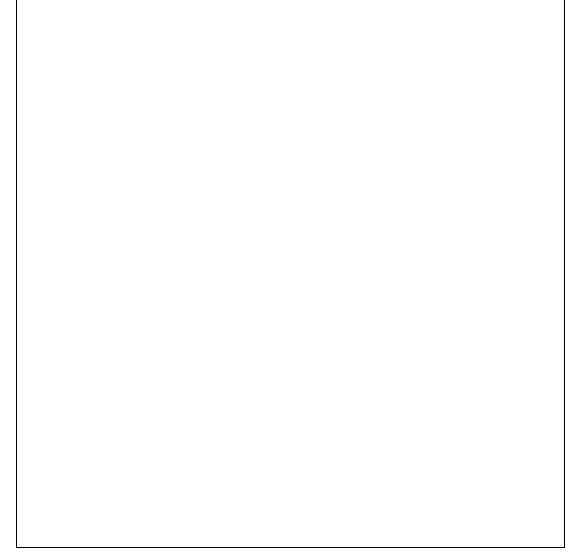


। ଧାୟାଭାବ ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି ଧାୟା
 ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି ଧାୟା
 ।। ୮ ଲ ଲାବ କାବ ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା
 ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି ଧାୟା
 ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି ଧାୟା
 ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି ଧାୟା
 ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧାୟା ଧୂଳି ଧାୟା





বরং আমার জন্য সে অন্য আরেকটি কাজ দিয়েছিল
- একটি গ্যারেজ তৈরি করা। সে ছিল বস আর আমি
সবকিছু করেছি। সে অসুস্থ থাকায় খুব বেশি কিছু
করতে পারত না। গ্যারেজ তৈরী করে সে যে অর্থ
উপার্জন করেছিল, তার কিছুই সে আমাকে দেয়নি।



একদিন সে বলেছিল যে, সে যখন বাড়িতে একা ছিল
তখন সে বিরক্ত হয়েছিল, তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল
যে আমাদের একটি কুকুর পালা উচিত। আমি কুকুর
চাইনি কারণ আমি স্কুল শেষে ক্লান্ত থাকতাম এবং
আমার বাড়ির কাজ থাকত। সে বলেছিল যে, সে
প্রতিদিন কুকুরটিকে হাঁটাতে, তবে শেষ পর্যন্ত আমাকে
ঐ কুকুর আর আমার বৃদ্ধ স্বামী উভয়ের যত্ন নিতে
হয়েছিল।